কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১৮)

সে বার পাশের গাঁয়ের কিছু প্রগতিশীল মুসলমানের জন্যই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাবানল থেকে রক্ষা পেলো এলাকা । কিন্তু কালের পরিক্রমায় সে সুদিন আর বেশী দিন থাকে নি । এখন তো নেই-ই । আস্তে আস্তে ধর্মীয়ভাবেই মানুষ আলাদা হোতে লাগলো । পেছনে সেই মৌলবাদী রাজনীতি -যার কবর রচনা হবার কথা ছিলো ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমে । কিন্তু পাকিস্তান ভেংগে যে স্বপ্নের বাংলাদেশের জন্ম - সে স্বপ্ন ভেংগে যেতেও বেশী দিন লাগে নি । মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি বছর ।

আমি ইতিহাসবেত্তা নই । কিন্তু ইতিহাসের পাতা পই পই করে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে । কবে কোথায় পূর্বে এমনটি ঘটেছিলো ? মাত্র গোটা কতক রাজাকার -আলবদর বাদ দিলে সারা দেশটাইতো উত্তাল -উন্মাতাল ছিলো বাংলাদেশের জন্য । মুক্তি পাগল সেই বাঙালি কেমন করে এত অল্প সময়েই এত বদলে যেতে পারে । ইতিহাস কিংবা মহাকালের মাত্রায় তিন-সাড়ে তিনটা বছর তো চোখের নিমেষ মাত্র । আর এই নিমেষের মধ্যেই প্রায় অধিকাংশ মানুষ কেনো এবং কি জন্য এমনটি বদলে গেলো ?

একেকবার মনে হয় প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের মতোই দেশের সমষ্টি মানুষও প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে । নিজের ভেতরেই প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষ বানায় । তারপর লড়াই করে নিজের মনেই একান্তে । কখনো হারে কিন্তু সর্বদাই জিতে । এই লড়াই ব্যক্তিত্বের ,মর্যাদার , আভিজাত্যের , ঈর্ষার । একেবারে আশা-ভরসাহীন মানুষও হয়তো নিজের ভেতরে তৈরী করা সেই অলৌকিক সংঘাতে জেতার আশাতেই বেঁচে থাকে । তাই ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক জীবনের মতো রাষ্ট্রেরও ভেতরের শান্তি ঠিক রাখতে একটা বাইরের শত্রু দরকার হয় । স্বাধীনতার আগে সেই বাইরের শত্রুটি ছিলো পশ্চিম পাকিস্তান আর তার জনগণ । আর স্বাধীন বাংলাদেশে সেই শূন্যস্থানটিতে বসলো প্রতিবেশী ভারত । ধর্মীয় কারণেই হোক আর শিক্ষা-সংস্কৃতির কারণেই হোক হিন্দু আর ভারত অনেকের কাছেই সমার্থক । আর তাই নিজ দেশে নিজের হিন্দু প্রতিবেশীদেরকেও সেই শত্রুর আসনেই বসানো হোলো ।

তার সাথে তাল ঠুকলো রাষ্ট্র আর রাজনীতি । আরও পরিস্কার করে বলা যায়, নীতি-আদর্শহীন রাজনীতি । এক কথায় ভোটের রাজনীতি । ক্ষমতার মাধ্যমে নিজের লাভের -লোভের রাজনীতি । তাই প্রতিটি ভোটের সময়েই সংখ্যালঘুরা - তা ধর্মীয় ,নৃতাত্ত্বিক যে কোনো সংখ্যালঘুই হোক না কেনো, একেবারে অসহায় এবং অরক্ষিত থাকে । যেনো সংখ্যালঘুদের থাকতে নেই নিজের মত, নিজের আদর্শ । সবাই সংখ্যালঘু ভোটের দাবিদার । প্রথমে অনুরোধ, তারপর শক্তি প্রয়োগ । এই প্রক্রিয়া একেবারে নিচুতলা অর্থ্যাৎ স্থানীয় থেকে জাতীয় নির্বাচন পযর্ন্ত বিস্তৃত ।

ছোটবেলাতে পারিবারিক সৌভাগ্যের জোরেই হয়তো নিজেদেরকে সংখ্যালঘুর হীনমন্যতা নিয়ে বেড়ে উঠতে হয়নি । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পঁচন শুরু হলেও একেবারে নষ্টও হয়তো হয়ে উঠতে পারেনি ততদিন । এখন যেমনটা হয়েছে । তাই সেদিক থেকে সৌভাগ্যবানই বলবো আমাদের শৈশবকে । যদিও পরবর্তীতে তা আর থাকে নি । কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর স্বল্পকালীন চাকুরীর সময়ের নানা প্রতিঘাত সেই শূন্য স্থানটা কালিমার কালোতে পূর্ণ করে দিয়েছে ।

সবে সরকারী চাকুরী শুরু করেছি বরিশালে । মাথার ভেতর রাজনীতির পোকা তখনও ভন ভন করে । আর নব্বইয়ের স্বৈরাচারী সরকারের পতন-উত্তর বাংলাদেশে আবারও ক্ষমতায় আরেক সামরিক স্বৈরাচারের প্রতিষ্টিত দল । সে ক্ষোভ আর দুঃখ তো মনের ভেতর সারাক্ষনই ঘুরপাক খায় । মাঝে মাঝে সরকারী কাজে যেতে হয় পাশের এলাকাতে । বাংলাদেশের অতিবাম বলে পরিচিত এক দলের বিশিষ্ট নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের এক সংখ্যালঘু প্রার্থীকে হারিয়ে । অথচ সে দলের কোনই ভিত্তি নেই ওই এলাকাতে । শুধুমাত্র পারিবারিক ঐতিহ্যটুকু ছাড়া । তাছাড়া সর্বহারা নামে পরিচিত চরমপন্থিদেরও ঘাটি ওখানে । ঢাকায় থাকতেই শুনেছিলাম কিভাবে সংখ্যালঘু অধ্যুসিত গ্রামগুলোতে সর্বহারাদের মাধ্যমে জিম্মি করে রাখা হয়েছিলো ভোটারদের । গ্রামের প্রতিটি পাড়া -মহল্লায় প্রকাশ্য অস্ত্রহাতে সর্বহারা পার্টির সন্ত্রাসীরা পাহারায় ছিলো । ভোট তো দূরের কথা বাড়ির বাইরে আসাও নিষিদ্ধ । এ ভাবেই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের সেই অতিবাম নেতা ভোটের বৈতরনী পার হয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক কায়দা -কানুনেই। যদিও পরবর্তীতে নিজের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হাতে নিজেই মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছিলেন ।

তাই অবাক হয়ে দেখতে হয় নিজের স্বার্থে ,ক্ষমতার স্বার্থে সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে , আদর্শকে নির্দ্বিধায় কত সহজে ছুড়ে ফেলা যায় এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ে। আর সে ক্ষেত্রে অতি বাম আর অতি ডানের কোন পার্থক্য আছে কী? তাছাড়া গোলাকার ভূমন্ডলে অতি বাম আর অতি ডানের অক্ষগত অবস্থান তো একই ।

(চলবে)

।। মে ৩০ ,২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ।।